যায়যায়দিন

তারিখ 23 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফাঁস হওয়া প্রশ্নে প্রাথমিক সমাপনীর বাংলা পরীক্ষা

যায়াদি রিপোর্ট

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দৈনিক যায়যায়দিনে ছাপা হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ২, ৩, ১৩ ও ১৪ নাম্বার প্রশ্নে হুবহু মিল পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্যান্য প্রশ্নে পাঠ্যবইয়ের যে পৃষ্ঠা নাম্বারের উল্লেখ আছে সেখানেও মিল ছিল।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি বলে দাবি করেছে। একইসঙ্গে এ ঘটনায় মন্ত্রণালয় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বলে জানা গেছে।

কমিটিকে আগামী দুইদিনের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও করণীয় জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন- মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শিয়াস উদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক রুহুল আমীন ও মো. আবুল কালাম।

বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা কলেজ এলাকা থেকে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠেয় বাংলা পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্ন বিতরণ করা হয়। ওই প্রশ্নপত্রে রচনা ছিল চারটি। এর মধ্যে রয়েছে- স্বাধীনতা, তিতুমীর, বিদায় হজ ও গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান। কবিতা দুটি- আষাঢ় এবং শিক্ষাগুরু। মূলভাব লিখতে বলা হয়েছে সকল অথবা সবার আমি ছাত্র কবিতার। ব্যাখ্যা এসেছে জোনাকি কবিতা থেকে 'নিজেকে জ্বেলে.....'। যা অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ২, ৩, ১৩ ও ১৪ নাম্বার প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এছাড়া অন্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ ছিল সেখানেও মিল ছিল। অভিযোগ পাওয়া গেছে, ঢাকা কলেজের এক শ্রেণীর ছাত্রনেতা হাতে লেখা এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। তারাই পরীক্ষার আগের রাতে এই প্রশ্ন ফাঁস করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা বহু টাকার বিনিময়ে সারাদেশে এ প্রশ্ন ছড়িয়ে দেয়।

ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পরীক্ষা : ফাঁস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, যত মেধাবীই হোক কোনোভাবেই প্রশ্ন পাওয়া পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। এতে করে মেধাবীদের হতাশাগ্রস্ত করে তোলা হচ্ছে। তারা প্রশ্ন ফাঁস হওয়া পরীক্ষা পুনরায় নেয়ারও দাবি জানান। বুধবার সারাদেশে একযোগে শুরু হওয়া এই সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৭ জন এবং ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৩ লাখ ২৮ হাজার ৩২৬ জন শিক্ষার্থী। প্রথম দিনের গণিত পরীক্ষায়ও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিল ছিল বলে অনেক অভিভাবক দাবি করেন। তারা বলেন, পরপর দুটি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

অভিভাবকদের সংগঠন 'অভিভাবক ফোরামের' আহ্বায়ক জিয়াউল কবির দুলু বলেন, যেসব ক্ষুদে শিক্ষার্থীর হাতে পরীক্ষার আগে প্রশ্ন তুলে দেয়া হচ্ছে তারাই তো আগামীতে দেশের কাণ্ডারি হবে। প্রশ্ন ফাঁস করে পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীদের থেকে রাষ্ট্র কি পেতে পারে?

সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, দেশ ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছার অভাবে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে দুর্বল রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করতে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়ে প্রশ্ন ফাঁসের সিন্ডিকেটের সদস্যরা অধরা থেকে যাচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ যায়যায়দিনকে বলেন, পত্রিকায় ছাপা হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে কিছু অংশের মিল আছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এম এম নিয়াজউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে হুবহু মিল থাকবে। যারা সাজেশন দেয় তারাও বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করে দেয়। ঘটনার কারণ ও ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।